চুয়েটে ‘বিশ্ববিদ্যালয় দিবস’

# ‘বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে হবে’

সংবাদ : চট্টগ্রাম ব্যুরো

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সনাতনী চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিসীম অবদান রয়েছে। আমাদের দেশ এখন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে উৎপাদনশীল অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সনাতনী চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পুঁথিগত শিক্ষাদানের মাধ্যম নয়। গত রোববার চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) ১৭তম ‘বিশ্ববিদ্যালয় দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেন বলেন, অবস্থানগত কারণে বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে চুয়েটের কাজ করার দারুণ সুযোগ

রয়েছে। এখানকার শিল্পকারখানা ও উপকূলীয় অঞ্চলের সুবিধা কাজে লাগাতে হবে। সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অঞ্চলভিত্তিক অবদান রাখতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ব এখন তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের পথেই হাঁটছি। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবদান সবচেয়ে বেশি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাজ করে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বর্তমানে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, ১৯৬৮ সাল থেকে চুয়েট দীর্ঘ পরিক্রমায় প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা-গবেষণায় দেশে একটা অবস্থান করে নিয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থতার পরিচয় ঘটে মুক্তবুদ্ধি চর্চার মাধ্যমে। পাশাপাশি গবেষণা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির মাধ্যমে এগিয়ে যায়। যেহেতু চুয়েট একটি বিশেষায়িত ও টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।